মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০

ভূমিকা:

প্রাণিজ আমিষের ক্রমবর্ধমান চাহিদাপূরণে ও সময়ের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক উৎস হইতে মৎস্য আহরণের পাশাপাশি মৎস্য চাষের উদ্যোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অধিক ফলনের জন্য বদ্ধ জলাশয়ের প্রাকৃতিক মৎস্যখাদ্য উৎস যথেষ্ট না হওয়ায় প্রক্রিয়াজাত ফিডের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। একইভাবে গোচারণ ক্ষেত্র সংকুচিত এবং বিদেশী জাতের বা সংকরজাতের গবাদিপশুর খাদ্য চাহিদা বিবেচনা করিয়া এবং অধিক দুধ বা মাংস উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম খাদ্য বা প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। ফলে দেশে ফিড অর্থাৎ মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্যের শিল্প গড়িয়া উঠে। মৎস্য ও পশুখাদ্যে প্রানিজ আমিষের উৎস হিসেবে ট্যানারির বর্জ্য ব্যবহার বন্ধের জন্য মাননীয় হাইকোর্টে ৬৯৩০/২০১০ নং রিট দায়ের হয়। মাননীয় হাইকোর্টে উক্ত রিটে মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য মান সুরক্ষার জন্য একটি গাইড লাইন প্রস্তুত করিবার আদেশ প্রদান করেন।

সরকার নিরাপদ মৎস্য ও মাংস উৎপাদনে গুণগত ও মানসম্পন্ন ফিড নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রিটের আদেশ বিবেচনা করিয়া “মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০” প্রণয়ন করে। অত:পর মৎস্য সেক্টরে মাঠ পর্যায়ে উক্ত আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকার ২০১১ সালে “মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১১” এবং প্রাণিসম্পদ সেক্টরের জন্য পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করে। গুণগতমানের ফিড উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই আইন ও বিধিমালার আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হইয়া থাকে।

এই দুইটি বিধিমালায় মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য এর মান নিয়ন্ত্রণে বিধান ও পরিদর্শনের পদ্ধতি দেয়া আছে। ট্যানারি বর্জ্য মৎস্যখাদ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হইলে বা ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেলে “মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য, ২০১০” এবং “মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১১” ও পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩ এর আওতায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তথাপি, অবৈধভাবে ট্যানারির বর্জ্য ট্যানারি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর অবৈধ সহযোগিতায় মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যে প্রস্তুতকালে প্রাণিজ প্রোটিনের উৎস হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ ব্যবহার করিতে পারে। তাই আইন ও বিধির অধিক কার্যকারিতার জন্য মাননীয় হাইকোর্টের আদেশ প্রতিপালনে নির্দেশিকা প্রস্তুত আবশ্যিক বিবেচনা করিয়া এই নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হইল।

১। শিরোনাম:

এই নির্দেশিকা নিরাপদ মৎস্য, মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য “মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০” নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা:

(ক) ‘আইন’ অর্থ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০।

(খ) ‘কারখানা’ অর্থ মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য উহার নির্দিষ্ট মাত্রার নির্ধারিত উপকরণ ব্যবহার ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ফিড উৎপাদন স্থল, উপকরণের বা উৎপাদিত খাদ্যের মজুদাগার ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(গ) ‘ফিড (Feed)’ অর্থ আইনে উল্লিখিত মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য।

(ঘ) ‘বিধি’ অর্থ মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১১ বা পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩।

(ঙ) ‘ব্যাচ’ অর্থ একটি কারখানা হতে উৎপাদনের একই উপকরণের সকল আদর্শমান বজায় রেখে একই উৎপাদন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ফিড যা গুদামজাত থাকুক বা বিপণনের উদ্দেশ্যে বাজারে সরবরাহকৃত, যা উৎপাদনকারী একটি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করেছে।

(চ) 'অনুশীলনের কোড' অর্থ খাদ্যের পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রয়োজনে সরকার অনুমোদিত ও নির্ধারিত মান বজায় রাখার জন্য ফিড উৎপাদনে উক্ত ফিড প্রস্তুতকারী কারখানার জন্য অনুসরনীয় এবং অনুশীলনীয় নির্দেশনা।

(ছ) 'নির্দেশিকা' অর্থ এই "মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন ও বিপনন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০"।

(জ) 'প্রতিপালিত ((Compliance)' অর্থ ফিড পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আইন ও বিধির বিনির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা হইয়াছে কিনা যাচাই করা ।

(ঝ) 'ট্রেসাবিলিটি (Traceability)' অর্থ ফিডের উপকরণ সংগ্রহ, উহা প্রক্রিয়াকরণ, ফিড উৎপাদন এবং বিপণনের যে কোন পর্যায়ে কাঙ্খিত উপকরণের উপস্থিতি সনাক্তকরণের সক্ষমতা ও উপায়।

(ঞ) 'উৎপাদন' অর্থ লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইন এবং বিধি এর আওতায় এবং বর্ণিত খাদ্য উপকরণের সমন্বয়ে প্রক্রিয়াজাত করে বানিজ্যিক উদ্দেশে হোক বা না হোক যন্ত্রাদি বা সরাসরি হাতে ফিড উৎপাদন প্রক্রিয়।

(ট) 'বিপণন' অর্থ লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইন এবং বিধি এর আওতায় উৎপাদিত ফিড পরিবহন বা ক্রয় বা বিক্রয় বা বিক্রয়ের উদ্দেশে প্রদর্শন বা মজুতকরণ।

(ঠ) 'ট্যানারি বর্জ্য' অর্থ পশু চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় ও পরে সৃষ্ট অবশিষ্টাংশ বা বর্জ্যাদি।

(ড) 'HACCP (Hazard analysis and critical control points)' অর্থ পদ্ধতিগত এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপনা যাহা ফিডে জৈব বা রাসায়নিক বা ভৌত বা রেডিওলোজিক্যাল আপদের অনুপ্রবেশ বা ভেজাল নিবারণ করে।

৩। **প্রয়োগক্ষেত্র:**

এ নির্দেশিকা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা অফিস নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বলবৎ আইন এবং বিধিমালার সহায়ক নির্দেশনা হিসেবে প্রয়োগ করিতে পারিবে-

(ক) ফিড উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কারখানা ও মজুদাগার;

(খ) ফিড পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত যে কোন যানবাহন;

(ঘ) ফিড বিপণনে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিক্রয়স্থল যথা- এজেন্ট, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতার দোকান।

(ঙ) ফিড প্যাকেজিং ও লেবেলিং।

(চ) ফিড উপকরণ সংগ্রহ, মজুত ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।

(চ) উৎপাদন হতে চাষী বা খামারি পর্যায়ে ফিডের মান যাঁচাই।

৪। উদ্দেশ্য:

(ক) ৬৯৩০/২০১০ নং রিটে মাননীয় হাইকোর্টের প্রদত্ত রায়/আদেশ প্রতিপালন।

(খ) ফিডের নিরাপদতা বজায় রাখার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ শেকল প্রতিষ্ঠা।

(গ) বিপদমুক্ত ফিড উৎপাদন ও সরবরাহ ।

(ঘ) মৎস্যস্বাস্থ্য ও পশুস্বাস্থ্য সুরক্ষা।

(ঙ) মানসম্পন্ন ফিড উৎপাদন ও বিপণনে সহায়ক ভুমিকা পালন।

(চ) ফিড তৈরীতে আইনানূগভাবে নিষিদ্ধ বা অননুমোদিত মাত্রায় উপাদান/দ্রব্যাদি ব্যবহার প্রতিরোধ ও সচেতনতা সৃষ্টি;

(ছ) আইন ও বিধি প্রতিপালনে তদারকি।

৫। **আইনগত ভিত্তি:**

ক) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০

(খ) মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১১

(গ) মৎস্য সংগনিরোধ আইন, ২০১৮

(ঘ) মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০

(ঙ) মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১

(চ) Protection and Conservation of Fish Act, 1950

(ছ) Protection and Conservation of Fish Rules, 1985

(জ) পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩

(ঝ) পশুরোগ আইন, ২০০৫

(ঞ) পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮

(ট) পশু ও পশুজাত পণ্য সংগনিরোধ আইন, ২০০৫

এ ছাড়া বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা (WTO) এর স্যানিটরি ও ফাইটো স্যানিটরি (SPS) নির্দেশনা, কোডেক্স নির্দেশনা (Codex guidelines feed safety) এবং HACCP principles

৬। **বাস্তবায়ন কৌশল**

ক) আইন ও বিধি প্রতিপালন করিয়া ফিড উৎপাদন।

(খ) উৎপাদন পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা।

(গ) ফিড মজুত, পরিবহন এবং বিক্রয় স্তরে ব্যবস্থাপনা।

(ঘ) পরিদর্শন ।

(ঙ) পরিবীক্ষণ, নমুনা সংগ্রহ ও যাঁচায়ের জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ।

(চ) বিদ্যমান মানের সাথে পরীক্ষার ফলাফল তূলনা।

(ছ) পরামর্শ প্রদান এবং প্রয়োজনে আইনানূগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(জ) কারখানা কর্তৃক স্ব-প্রণোদিত ব্যাচ এবং লট ভিত্তিক উপকরণ ও খাদ্যের মান যাঁচাই।

(ঝ) সকল ক্ষেত্রে তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা ।

(ঞ) ফিড উৎপাদনকারী, বিপণনকারী এবং অধিদপ্তরের মধ্যে পারস্পারিক সমন্বয় ও সহযোগিতা ।

৭। (১) ফিড উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি ও বিপণন এবং মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি।— নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে এই জাতীয় কমিটি গঠিত হইবে-

০১।	সচিব, মৎস্য প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
০২।	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, মৎস্য উইং	সদস্য
০৩।	শিল্প মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	সদস্য
০৪।	বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	সদস্য
০৫।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	সদস্য
১০।	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	
০৬।	জননিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	সদস্য
০৭।	স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	সদস্য
০৮।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
০৯।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
০৫।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সিটিটিউট	সদস্য
০৬।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সিটিটিউট	সদস্য

১১।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১২।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এ্যন্ড টেস্টিং ইনিস্টিটিউট	সদস্য
১৩।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	সদস্য
১৪।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	সদস্য
১৭।	বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশন এর প্রতিনিধি	সদস্য
১৮-১৯।	ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর সভাপতি ও সম্পাদক	সদস্য
২০-২১।	মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ সভাপতি মনোনীত ২জন শিক্ষাবিদ	সদস্য
২২।	সভাপতি বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন	সদস্য
২৩।	সভাপতি, বাংলাদেশ ডেইরী ফারমার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
২৪।	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, প্রাণিসম্পদ উইং	সদস্য সচিব

(২) (ক) কমিটি বছরে ন্যুনতম দুইটি সভা আয়োজন করিবে।

(খ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হইবে-

(ক) মহাপরিচালক মৎস্য অধিদপ্তর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক উপস্থাপিত ফিড চাহিদা, উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানি, মান যাঁচাই ও পরীক্ষা এবং আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরামর্শ প্রদান।

(খ) বলবৎ আইন ও বিধিমালা হালনাগাদকরণ এবং ফিড উৎপাদন ও মান বজায় রাখার স্বার্থে আইন ও বিধিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহন।

৮। অধিদপ্তর ও উহার অধীনস্তঃ দপ্তরের দায়িত্ব:

(ক) মহাপরিচালক স্ব স্ব প্রধান অফিসের একজন পরিচালককে আহ্বায়ক করে ৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি উৎপাদন কারখানা পর্যবেক্ষণের জন্য কমিটি গঠন করিবেন। কমিটির অন্যান্য সদস্য হইবেন অধিদপ্তরের একজন সহকারি পরিচালক, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশনের একজন

প্রতিনিধি এবং মহাপরিচালক মনোনীত একজন খামারি (যিনি কোনভাবেই মৎস্য বা পশু খাদ্য উৎপাদন কারখানার মালিক নন)।

(খ) মনোনীত প্রতিনিধি মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ বছরের জন্য মনোনীত হইবেন। তবে মহাপরিচালক যে কোন সময় কোন কারণ দর্শানো ছাড়া মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন।

(গ) কমিটি কারখানার লাইসেন্স, উৎপাদন প্রক্রিয়া, ল্যাব, খাদ্য উপকরণ বিশেষ করে প্রানিজ প্রোটিন এর সংগ্রহের উৎস, সকল খাদ্য উপকরণ এবং উৎপাদিত খাদ্যের মজুত ও কারখানার স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, রেকর্ড ইত্যাদি যাঁচাই করিবেন এবং প্রয়োজনে ছবিসহ মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন দিবেন।

(ঘ) মহাপরিচালক উপরি উল্লিখিত বিষয় যাচাইয়ের জন্য এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রতিবেদনের প্রদানের স্বার্থে প্রতিবেদন ছক প্রস্তুত করিবেন।

(ঙ) কমিটি মাসে ন্যূনতম ৩ (তিন) টি কারখানা পরিদর্শন করিবে এবং মহাপরিচালক সকল প্রতিবেদন সমন্বিত আকারে জাতীয় কমিটিতে পেশ করিবেন।

(চ) অধিদপ্তর নিজ নিজ ওয়েব পেজে সাব উইন্ডো করে লাইসেন্সধারী কারখানার নামের তালিকা এবং কি খাদ্য উৎপাদনের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে তাহা এবং লাইসেন্সের মেয়াদ উল্লেখসহ তথ্য হালনাগাদ করিয়া সন্নিবেশ করিবেন।

(ছ) বিভাগীয় পর্যায়ের উপপরিচালককে তার অধিক্ষেত্রের অধীন কারখানা যদি থাকে প্রতি মাসে অন্তত একবার কারখানা পরিদর্শন করবেন এবং কারখানার লাইসেন্স, উৎপাদন প্রক্রিয়া, ল্যাব., খাদ্য উপকরণ বিশেষ করে প্রানিজ প্রোটিনের সংগ্রহের উৎস, সকল খাদ্য উপকরণ এবং উৎপাদিত খাদ্যের মজুত ও কারখানার স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, রেকর্ড ইত্যাদি যাঁচাই করিবেন এবং প্রয়োজনে ছবিসহ মহাপরিচালক বরাবরে প্রতিবেদন দিবেন।

(জ) আইন ও বিধির সাথে সংগতি রাখিয়া মহাপরিচালক মানহীন, দূষিত এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ফিড প্রত্যাহারের এবং ধ্বংসের ধারাবাহিক পন্থা প্রস্তুত করিবেন ।

(ঝ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মাঠপর্যায়ের এই নির্দেশিকার নির্দেশাবলি বাস্তবায়নে তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করিবেন।

(ঞ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দায়িত্ব:

(১) সংশ্লিষ্ট উপজেলার সকল কারখানা, ফিড বিক্রয়কারী, পাইকারি বিক্রেতা/এজেন্ট বা খুচরা বিক্রেতাকে লাইসেন্সের আওতায় আনার জন্য ব্যবস্থা নিবেন।

(২) প্রতিমাসে ন্যুনতম ২ (দুটি) ফিড কারখানা, যদি থাকে, বিক্রয়কারী পাইকারি বিক্রেতা/এজেন্ট বা খুচরা বিক্রেতার দোকান পরিদর্শন করিবেন এবং পরিদর্শনের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ছকে স্ব স্ব জেলা দপ্তরে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং নিজ অফিসে একটি কপি সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) কারখানা বা দোকান পরিদর্শনকালে কোন ফিডসংরক্ষণে নিরাপদ মজুত সংশ্লিষ্ট ত্রুটি দেখিতে পাইলে বিক্রেতাকে পরামর্শ প্রদান করিবেন বা উপযুক্ত বিবেচনা করিলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আইনানূগ ব্যবস্থা নিবেন।

(৪) কোন ফিড ভৌত গূণাগুণ দেখিয়া মান বিষয়ে সন্দেহ হইলে পরীক্ষার জন্য বিধি মোতাবেক নমুনা সংগ্রহ করিবেন এবং দ্রুত পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রেরণ করিবেন।

(ট) পরীক্ষার ফলাফলে নির্ধারিত মানের নিম্নমানের উপকরণ বা গুণাগুণ বা মৎস্য বা পশু স্বাস্থ্যের জন্য বা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উপদান প্রাপ্ত হইলে উক্ত ব্যাচের সকল মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য যেখানে যে অবস্থায় অর্থাৎ কারখানার

গুদাম, পরিবহন বা বিক্রয়কারীর বিক্রয় পয়েন্ট বা গুদাম হইতে প্রত্যাহার করার আদেশ প্রদান বা আটক করিয়া আইন বা বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে।

(ঠ) লাইসেন্সবিহীন কারখানার উৎপাদিত ফিড তাৎক্ষণিকভাবে আইন বা বিধির আলোকে আটক করিয়া ধ্বংস করিতে হইবে।

(ড) ট্যানারির বর্জ্য বা নিষিদ্ধ শিল্প বর্জ্য কোন কারখানায় যে কোন অবস্থায় পাওয়া গেলে বা ফিডের মান পরীক্ষায় ভারি ধাতু নির্ধারিত পরিমানের অতিরিক্ত বা বিশেষ ক্ষেত্রে শুধু উপস্থিত পাওয়া গেলে কারখানার বিরুদ্ধে আইনানূগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ট্যানারির বর্জ্য বা নিষিদ্ধ শিল্প বর্জ্য এর উৎসস্থল বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং মহাপরিচালককে অবহিত করিতে হইবে। মহাপরিচালক ব্যক্তিগতভাবে বিসিক বা পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহন করিয়া ভারি ধাতুর উৎস নিয়ন্ত্রণের বা নিবারণের ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।

৯। কারখানার দায়িত্ব:

(ক) যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহন বা হালনাগাদ লাইসেন্স সংরক্ষণ ব্যতীত কোন কারখানা কোন ফিড এর উপকরণ বা পশুখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য আমদানি ও পশুখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, মজুত, পরিবহন বা বিপণন বা কোন বিক্রেতার নিকট উহা বিক্রয় করিতে পারিবে না।

(খ) আইন, বিধি এবং লাইসেন্সের শর্তাবলী পালনে সকল কারখানা কোন ব্যত্যয় করিতে পারিবে না।

(গ) প্রত্যেক কারখানা উৎপাদন উপকরণ, উৎপাদিত ফিড এর মান সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব দক্ষ জনবল নিয়োজিত এবং অধিদপ্তর অনুমোদিত এই বিষয়ে নিজস্ব নীতিমালা সংরক্ষণ করিবে।

(ঘ) প্রতিটি ফিডের এর উৎপাদন ফ্লোচার্ট প্রস্তুত করিবে এবং সহজে দেখা যায় এমন স্থানে টাংগানোর ব্যবস্থা করিবে।

(ঙ) এই ছাড়া নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রতিপালন করিতে হইবে-

(১) ফিড এর উপকরণ জৈবিক নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য মেঝেতে রাখতে পারবে না এবং মেঝে থেকে ন্যুনতম ৭ (সাত) সেমি উপরের কোন কাঠামোর উপর উপকরণ সংরক্ষণ করিতে হইবে ও একইসাথে দেয়াল স্পর্শ করিয়া রাখা যাইবে না।

(২) প্রতিটি ফিড উপকরণ আগে আগমন আগে ব্যবহার পদ্ধতিতে ব্যবহার করিতে হইবে।

(৩) ফিড বা উহাদের উপকরণ পরিবহনের কাজে নিয়োজিত যান লোডিং এর পূর্বে জীবানুনাশক দ্বারা জীবানুমুক্ত করিতে হইবে।

(৪) ফিডের উপকরণের উৎস, আগমন, মজুত ব্যবহার বা বিক্রয় বিষয়ে রেকর্ড /তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৫) ঔষধ বা রাসায়নিক দ্রব্যাদি বা কনসেন্ট্রেট বা রাসায়নিক দ্রব্যাদি যে কক্ষে রাখা হবে তা পরিচ্ছন্ন, প্রয়োজনীয় আলো বা বাতাস যাতায়াতের সুব্যবস্থা ও যথাযথভাবে লেবেলিং থাকতে হবে এবং কোন ভাবেই মেয়াদোত্তীর্ণ উক্তরূপ দ্রব্যাদি সংরক্ষন বা ব্যবহার করা যাইবে না।বেশি ঝুঁকিপূর্ণ দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে সতর্কবানী উল্লেখ করিতে হইবে।

(৬) (ক) পশুখাদ্যের বস্তার গায়ে উল্লেখ থাকিতে হইবে- ‘ইহাতে নিষিদ্ধ প্রাণিজ দ্রব্য নাই’।
(খ) মৎস্য খাদ্যের বস্তায় ‘ইহা শুধু মৎস্যখাদ্য হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী’।

(৭) এমবিএম (Meat and bone meal) বা স্তন্যপায়ী প্রাণির প্রক্রিয়াজাত রক্ত কখনোই পশুখাদ্যের উপকরণের পাশাপশি রাখা সমীচীন হইবে না।

(৮) খোলা অবস্থায় বা ছেড়া বস্তায় কোন ফিড উপকরণ সংরক্ষণ করা যাইবে না।

(৯) ইঁদুর বা পোকামাকড় মুক্ত রাখিতে বিশেষজ্ঞের মতামতের সাপেক্ষে কীটনাশক সংরক্ষণ ও ব্যবহার করিতে হইবে।

(১০) ফিড উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি রুটিন ভিত্তিতে পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করিতে হবে।

(১১) অপদ্রব্য বা ভেজাল দ্রব্য মিশ্রন রোধে পর্যাপ্ত নজরদারি থাকিতে হইবে।

১২) মাছের বা পশুর জাত, শ্রেনী ও বয়স ভিত্তিক খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে উপকরণের অনুপাত বিধি দ্বারা নির্ধারিত মানের হইতে হইবে।

১৩) বিধিসহ এই নির্দেশিকা মোতাবেক মৎস্য বা পশুখাদ্যের প্যাকেটের বা বস্তার গায়ে লেবেল থাকিতে হইবে।

(১৪) উৎপাদিত ফিডের সম্পূর্ণ ও পর্যায় ভিত্তিক সনাক্তকরণ বিবরণী (Sequence and Traceable History) সংরক্ষণ করতে হবে।

(চ) মৎস্যখাদ্যে প্রানিজ প্রোটিনের উৎস উপকরণ সংগ্রহ করতে হইলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহন করিতে হবে, কারখানায় প্রাণিজ প্রোটিনের অনুপ্রবেশ প্রতিবেদন সংগ্রহের উৎসসহ দেশের নাম, পরিমান, উৎপাদনের তারিখ ও ব্যবহারের জন্য সময়সীমা সংরক্ষণ করিবে, কোন ব্যাচের উৎপাদনে কি পরিমান ব্যবহার হইতেছে ইত্যাদি তথ্য রেকর্ড রাখিবে।

(ছ) এ অনুচ্ছেদের নির্দেশাবলী অনুসরণে ফিড উৎপাদনকারীদের সংগঠন প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করিবে।

(জ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মৎস্য অধিদপ্তর এ অনুচ্ছেদের বিষয়ে কারিগরিমূলক জ্ঞান এবং প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করিবে।

(ঝ) অবস্থা বিবেচনায় পণ্য প্রত্যাহারের জন্য সনাক্তকরণ পরিকল্পনা (Traceability Plan) থাকিবে এবং সেভাবে রেকর্ড ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে।

(ঞ) কোনভাবেই আইন বা বিধিতে উল্লিখিত ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদি বা ভারি ধাতু নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমান না থাকে সে বিষয়ে সজাগ থাকিতে হইবে।

(ট) ফিড উৎপাদনকারী/আমদানিকারী/বিপণনকারীদের রেজিস্টার্ড সমিতি ফিড এর মান বিষয়ে কোন অভিযোগ দায়ের হইলে নিষ্পত্তি বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করিবে।

(ঠ) অনুমোদিত মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে উৎপাদিত ফিডের নমুনা পরীক্ষা ও পরীক্ষার তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১০। বিপণনকারীদের দায়িত্ব:

(০১) লাইসেন্সধারী উৎপাদনকারী/আমদানিকারীদের নিকট হতে ফিড বিক্রয়ের এর জন্য সরবরাহ এজেন্ট বা বিক্রেতা গ্রহন করিবেন।

(০২) সংগৃহীত ফিড মেঝে হইতে ন্যূনতম ৭ সেমি উপরে এবং দেয়াল হইতে দুরে রাখিতে বা স্টক করিতে হইবে। খেয়াল রাখিতে হইবে যেন কোন ভাবেই মেঝে বা দেওয়াল স্যাঁতস্যাঁতে না হয় বা থাকে।

(০৩) কীটনাশক বা সার বা রাসায়নিক কোন দ্রব্যের এর সাথে একই স্থানে ফিড রাখা যাইবে না।

(০৪) ক্রয় এবং বিক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং অধিদপ্তর হইতে পরিদর্শনকালে মজুত এবং রেকর্ডপত্র দিয়ে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করিতে হইবে।

(০৫) লাইসেন্স দর্শনীয় স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

(০৬) মেয়াদোত্তীর্ণ ফিড দোকানে মজুত বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন বা বিক্রয় করা যাবে না।

১১। বিবিধ

(ক) সরকার এই নির্দেশিকার পরিবর্তন, পরিমার্জন অথবা সংশোধনের যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করিবে এবং অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করিতে পারিবে। এইরূপ জারিকৃত সিদ্ধান্ত নির্দেশিকার অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(খ) এই নির্দেশিকার কোন বিষয় অস্পষ্ট থাকিলে তাহা সরকার প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে স্পষ্টীকরণ করিতে পারিবে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।